

আর-রাহীকুল মাখতুম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উহুদ যুদ্ধ (غَزْوَةُ أُحُدٍ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

(الرَّسُولُ ﷺ يَنْفُثُ رُوحَ الْبَسَالَةِ فِي الْجَيْشِ):

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। তিনি নীচে ও উপরে দুটি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে জোর দিয়ে বলেন যে, তারা যেন শত্রুদের সাথে মোকাবেলার সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে বীরত্বের প্রেরণা দিয়ে তিনি একখানা অত্যন্ত ধারাল তরবারী হাতে নিয়ে বললেন,

‘কে এটা গ্রহণ করবে? কে এর মর্যাদা রক্ষা করবে?’

(مَنْ يَأْخُذْ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟)

বলা বাহুল্য যে, ঐ তরবারী খানা গ্রহণের জন্য চারদিক থেকে কয়েক শ’ বাহু উর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল যার মধ্যে আলী ইবনু আবু তালিব, জোবায়ের ইবনু ‘আউওয়াম এবং উমার ইবনু খাত্তাবও ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে অনেকে ওটা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু তা গ্রহণের জন্য আবু দুজানাহ সিমাক ইবনু খারশা (রাঃ) সবার আগে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ তরবারীর হক কী?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(أَنْ تَضْرِبَ بِهِ وَجْهَ الْعَدُوِّ حَتَّى يَنْحَنِيَ)

‘এর দ্বারা তুমি শত্রুদের মুখমণ্ডলে এমন ভাবে মারবে যেন তা বেঁকে যায়।’

তখন তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল আমি এর হক আদায় করব।’ তখন তলোয়ারটি তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হল।

আবু দুজানাহ (রাঃ) অত্যন্ত বীর পুরুষ ছিলেন, যুদ্ধের সময় গর্ব ভরে চলাফেরা করতেন। তাঁর নিকট একটি লাল পাগড়ী ছিল যখন তিনি সেটা মাথায় বাঁধতেন তখন উপস্থিত জনতা অনুভব করতেন যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন।

কাজেই তলোয়ারটি হাতে পেয়ে আবু দুজানাহর গর্ব দেখে কে? তিনি মাথায় লাল রুমালের খুব সুন্দর পাগড়ি বেঁধে নিয়ে হেলতে দুলতে ও নর্তন কুর্দনের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে করতে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীর উপর আপতিত হলেন। এ দৃশ্য দেখে করে নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(إِنَّهَا لَمْشِيَّةٌ يَبْغُضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ)

‘এরূপ চাল- চলন আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে নয়।’

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6241>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন